গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
জনজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কর্মসূচি
ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
Website: www.bbs.gov.bd

তারিখ: ১২/০৩/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৬/০৬/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: বিবিএস কর্তৃক জনজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কর্মসূচির আওতায় সম্পাদিত 'Bangladesh Disaster-related Statistics 2015: *Climate Change and Natural Disaster Perspectives*' রিপোর্টের প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক আয়োজিত "Bangladesh Disaster-related Statistics 2015: *Climate Change and Natural Disaster Perspectives*" শীর্ষক রিপোর্টের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী **জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল,** *এফসিএ*, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **জনাব মো: শাহ্ কামাল**, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বিশিষ্ট পরিবেশবিদ **ড. আতিক রহমান,** নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডিজ এবং অধ্যাপক **ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল,** চেয়ারম্যান, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। **Guest of Honour** হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **Mr. Daniel Clarke,** Statistician ও Disaster-related Statistics as well as Environmental Economic Accounting Specialist, UN-ESCAP. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব **জনাব কে এম মোজাম্মেল হক** অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়াও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব মোহম্দ আবদুল ওয়াজেদ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব **মোঃ সফিকুল ইসলাম,** অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব **এম. এ. মান্নান হাওলাদার,** বিবিএস এর উপ-মহাপরিচালক জনাব **মোঃ বাইতুল আমীন ভূঁইয়া,** বিশিষ্ট পরিবেশবিদগণ, একাডেমিক্স, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, **Mr. Jean-Louis Weber,** Consultant, UN-ESCAP, এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক) জরিপের পটভূমি: বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন সারা বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ ও ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাবে জলবায়ুতে পরিবর্তন হচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ আজ মারাত্মকভাবে বিপন্ন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংগঠনের হার বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিক জনজীবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, অতি বৃষ্টি, খরা, বন্যা, আকস্মিক বন্যা, জলমগ্নতা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, টর্নেডো, বজ্রপাত, নদীভাঙ্গন/উপকূলীয় ভাঙ্গন, ভূমিধস, লবণাক্ততা প্রভৃতির মতো মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে, তার হালনাগাদ সঠিক তথ্যের অভাবে সরকারের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বিধায় বিবিএস প্রথমবারের মতো এই জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

খ) জরিপের উদ্দেশ্য: এই জরিপের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

১) দুর্যোগ প্রবণ এলাকার দুর্গত খানার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ
২) প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি খাতের (শস্য, মৎস্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি) উৎপাদনের ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব নিরূপণ
৩) দুর্যোগ প্রবণ এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ জমির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ
৪) দুর্গত এলাকার আক্রান্ত/ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ির (বসতঘর, রান্নাঘর গোয়ালঘর), উঠানের গাছপালা প্রভৃতির ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব নিরূপণ
৫) দুর্যোগ প্রবণ এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশনের (Health and Sanitation) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ
৬) দুর্গত এলাকার নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের বিপদাপন্নতা নিরূপণ এবং
৭) জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনসচেতনতা বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা।

গ) জরিপের পরিধি, ব্যাপ্তি ও সংজ্ঞা: ভৌগোলিকভাবে সাবেক ছিটমহল ব্যতীত বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ১১ টি প্রধান দুর্যোগের বিপরীতে দুর্যোগ প্রবণ এলাকা থেকে খানাভিত্তিক এই জরিপের তথ্য-উপাত্ত দীর্ঘ প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিবিএস জলবায়ু পরিবর্তনের অনুঘটকসমূহ যেমন: তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, কার্বন নি:সরণ, গ্রিন হাউজ গ্যাস প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে জরিপটি পরিচালনা করেনি। বিবিএস মূলত: খানাভিত্তিক জনজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ করছে। বিবিএস কর্তৃক নিজস্ব প্রচলিত সাধারণ সংজ্ঞাসমূহ এবং সরকারের

প্রণয়নকৃত পরিবেশ ও দুর্যোগ বিষয়ক আইন, নীতিমালা, কর্ম-পরিকল্পনা, দুর্যোগ কোষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরী সংজ্ঞা এবং শ্রেণিবন্যিাস (Concepts, Definitions and Classifications) অনুসরণ করে এ জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

ঘ) জরিপের পদ্ধতি: বিবিএস কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্যোগভিত্তিক ১১ টি কোডের বিপরীতে **২১,৮৯২ টি** মৌজা/মহল্লা চিহ্নিত করা হয়। **Two Stage Sampling** পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক Kish Allocation এর মাধ্যমে **প্রথম পর্যায়ে** চিহ্নিত **২১, ৮৯২** টি মৌজা/মহল্লার তালিকা থেকে **৪,৯৪৫ টি** মৌজা/মহল্লা (Primary Sampling Unit-PSU) নির্বাচন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট মৌজা/মহল্লায় পূর্ণাঙ্গভাবে **খানা তালিকা প্রণয়ন** করা হয়। **দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪,৯৪৫ টি** মৌজা/মহল্লার নির্বাচিত দুর্যোগে আক্রান্ত/ক্ষতিগ্রস্থ খানার মধ্য থেকে সরল দৈব নমুনা চয়ন **(Simple Random Sample-SRS)** পদ্ধতিতে চূড়ান্ত নির্বাচিত **৩০ (ত্রিশ) টি** খানা হতে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এই জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জেলাভিত্তিক দুর্যোগ বিষয়ক পরিসংখ্যান প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রতি জেলায় সর্বনিম্ন ১৪৪০ টি খানা হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে জরিপকালীন সময়ে ৬৪ জেলার ৪,৯৪৫ টি মৌজা/মহল্লার **সর্বমোট ১,৪৩,৯৮০ টি খানা** হতে দীর্ঘ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। বিবিএস কর্তৃক এ যাবত যে কয়টি বড় আকারের নমুনা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে তার মধ্যে এটি অন্যতম।

ঙ) জরিপ হতে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফলঃ

১. দুর্যোগ প্রবণ এলাকার খানা ও জনসংখ্যা: দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় ৪৩,৬১,২৬১ টি খানা রয়েছে এবং দুর্যোগ প্রবণ এলাকার জনসংখ্যা ২ কোটি ২০ লক্ষ ৪ হাজার ৩৬৭ জন। অর্থাৎ দেশের সর্বমোট খানার প্রায় ১৩ % খানা এবং ১২.৬৪ % জনসংখ্যা দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় বসবাস করে। দুর্যোগ প্রবণ এলাকার খানার আকার ৪.৬৩ ।

২. দুর্যোগ প্রবণ এলাকার বসবাসের প্রধান ঘরের কাঠামো: দুর্যোগ প্রবণ এলাকার খানার প্রধান ঘর ৭০.৩১ % কাঁচা, ১৭.৪৪ % অর্ধপাকা, ১০.১৯ % পাকা, ঝুপড়ি ১.৯৫ % এবং অন্যান্য ০.১১ %।

৩. দুর্যোগ প্রবণ এলাকার খানার খাবার পানির উৎস: দুর্যোগ প্রবণ এলাকার খানার খাবার পানির উৎস ৯৫.২৩ % সাপ্লাই/পাইপ, স্যালো/ডিপ টিউবওয়েল, নলকূপ এবং ৪.৭৭ % পানির উৎস পুকুর, কূপ ও অন্যান্য।

৪. টয়লেট (পায়খানা) ফ্যাসিলিটি: দুর্যোগ প্রবণ এলাকার খানার মোট পাকা পায়খানা (ওয়াটার সিল ও সিল বিহীন) ৪৯.৯০ %, কাঁচা পায়খানা ৪৬.৫৬ % এবং খোলা জায়গা ৩.৫৪ % ।

৫. আলোর উৎস: দুর্যোগ প্রবণ এলাকার খানার আলোর উৎস হচ্ছে ৫৯.৯৮ % ইলেকট্রিসিটি ও সোলার পাওয়ার, কেরোসিন ও অন্যান্য ৪০.০২ % ।

৬. শিক্ষাগত যোগ্যতা: দুর্যোগ প্রবণ এলাকার খানার সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পাশ ৩৩ %, ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ১৯ %, এসএসসি/এইচএসসি সমমানের পাশ ৯ %, স্নাতক/স্নাতকোত্তর পাশ মাত্র ১ % এবং কোন ধরণের শিক্ষাই গ্রহণ করেনি এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অথাৎ ৩৮ % ।

৭. খানার আয়ের প্রধান উৎস: দুর্যোগ প্রবণ এলাকার খানার প্রধান আয়ের উৎস অনুসারে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি খানার আয়ের উৎস হচ্ছে কৃষি (৩৬ %), দ্বিতীয় প্রধান উৎস হচ্ছে দিন মজুরি অথাৎ ৩৩ % (কৃষি দিন মজুর ও অকৃষি দিন মজুর), ১৫ %খানার আয়ের উৎস ব্যবসা, ১৪ % সেবা (সকল ধরণের চাকুরি), ১ % শিল্প (শুধুমাত্র শিল্পের মালিক) এবং ২ % অন্যান্য আয়ের উৎসের সাথে জড়িত (গৃহ-পরিচারিকা, ভিক্ষক প্রভৃতি)।

৮. দুর্যোগে আক্রান্ত খানার সংখ্যা (দুর্যোগের ধরণ অনুযায়ী): ২০০৯-২০১৪ খ্রি. সময়কালে অর্থাৎ ০৬ বছরে দুর্যোগ প্রবণ এলাকার আক্রান্ত **সর্বমোট ৪৩,৬১,২৬১ টি** খানার মধ্যে **বন্যায়** ৩৪.৪৮ %, **ঘূর্ণিঝড়ে** ২১.৩১ %, **বজ্রপাত ও বজ্রঝড়ে** (কালবৈশাখী ও আশ্বিনী ঝড়সহ) ১৪.৯৪ %, **খড়ায়** ১৪.৮০ %**, জলমগ্নতায়** ১৩.৮৮ %**, শিলাবৃষ্টিতে** ১১.৮৮ %**, জলোচ্ছাসে** ৮.৬৫ % **, নদী/উপকূলীয় ভাঙনে** ৪.৯৫ % , **টর্নেডোতে** ৪.১৪ %, **লবণাক্ততায়** ৪.০৯ %, **ভূমিধসে** ০.০৮ % এবং **অন্যান্য দুর্যোগ** যেমন, কুয়াশা, শৈত্যপ্রবাহ, পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রভৃতিতে ৭.৯০ % খানা আক্রান্ত হয়েছিল।

অন্যদিকে বিভাগ ভিত্তিক দুর্যোগের ধরণ অনুযায়ী খানায় প্রভাব দেখা যায় (মাল্টিমল উত্তর), **খড়ায়** রাজশাহী বিভাগ ১ম (২৫.৩৯ %) এবং রংপুর বিভাগ ২য় স্থানে (২৩.৯৯ %), **বন্যায়** সিলেট বিভাগ ১ম (৬৯.৯৭ %) এবং ঢাকা বিভাগ ২য় (৫১.৮৯ %), **জলমগ্নতায়** খুলনা বিভাগ ১ম (৩৪.৮৮ %) এবং চট্টগ্রাম বিভাগ ২য় (৩৪.৩৯ %), **ঘূর্ণিঝড়ে** বরিশাল বিভাগ ১ম (৭৮.৩১ %) এবং চট্টগ্রাম বিভাগ ২য় (৩০.৯৬ %), **টর্নেডোতে** রংপুর বিভাগ ১ম (১২.৩০ %) এবং রাজশাহী বিভাগ ২য় (৭.৫১ %), **জলোচ্ছাসে** বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগ যথাক্রমে ৩১.৫১ % ও ১৩.৫১ %, **বজ্রপাত ও বজ্রঝড়ে (কালবৈশাখী ও আশ্বিনী ঝড়সহ)** সিলেট ও রংপুর বিভাগ যথাক্রমে ৩১.৮৪ % এবং২৩.৫৩ %, **নদী/উপকূলীয়** চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগ যথাক্রমে ৭.০১ % এবং ৬.৮৭ %, **ভূমিধসে** চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ যথাক্রমে ০.৮০ % এবং ০.০২ %, **লবণাক্ততায়** খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগ যথাক্রমে ২২.২৪ % এবং ৫.৩০%, **শিলাবৃষ্টিতে** ঢাকা ও রংপুর বিভাগ যথাক্রমে ২০.৮৬ % এবং ১৬.৬২%, **অন্যান্য দুর্যোগ** যেমন, কুয়াশা, শৈত্যপ্রবাহ, পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রভৃতিতে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ যথাক্রমে ১৪.৭৩ % এবং ১২.৮৬ %

৯. দুর্যোগে আক্রান্তের সময়: ২০০৯-২০১৪ খ্রি. সময়কালে অর্থাৎ ছয় বছরে দুর্যোগ প্রবণ এলাকার খানার ৫৬ % খানা একবার, ২৭ % খানা ২ বার, ১৭ % খানা তিন বা ততোধিকবার দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

১০. কর্মবিহীন দিনের গড় সময়: ২০০৯-২০১৪ খ্রি. সময়কালে অর্থাৎ ছয় বছরে দুর্যোগ প্রবণ এলাকার খানার সদস্যরা গড়ে ১২.১৩ দিন কর্ম থেকে বিরত ছিল। প্রধানত: বন্যায় ১৭.৬৩ দিন, নদী/উপকূলীয় ভাঙ্গনে ১৬.৮৬ দিন, জলমগ্নতায় ১৪.৮৫ দিন, খড়ায় ১২.০৯ দিন, জলোচ্ছাসে ১০.৮০ দিন, ঘূর্ণিঝড়ে ৯.৩৩ দিন, বজ্রপাত ও বজ্রঝড়ে (কালবৈশাখী ও আশ্বিনী ঝড়সহ) ৭.৬০ দিন দুর্যোগ প্রবণ এলাকার খানার সদস্যরা কর্ম থেকে বিরত ছিলেন।

১১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে খানাভিত্তিক ক্ষয়-ক্ষতি (Damage and Loss) নিরূপণ: এই জরিপের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগে খানাভিত্তিক ক্ষয়-ক্ষতি হিসাব নিরূপণ। **সামগ্রিক অর্থনীতির ০৫ (পাঁচ) টি প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরের** মধ্যে অন্যতম হলো **Household Sector.** প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত ২০০৯-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত ০৬ (ছয়) বছরে **খানাভিত্তিক আর্থিক ক্ষতি ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ২৪৭ মিলিয়ন টাকা।** এর মধ্যে **শস্য** খাতে ৩৬.২০ %, **প্রাণিসম্পদে** ৪.৭৬ %, **পোলট্রিতে** ১.২১ %, **মৎস্য খাতে** ৫.৮২ %, **জমিতে** ২৬.৭২% ও বসতঘর, রান্নাঘর ও গোয়ালঘর ১৭.১৯ % এবং উঠানের গাছ-পালায় ৮.১০ % ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য যে , **বৃহৎ কৃষি সেক্টরে (শস্য + প্রাণিসম্পদ + পোল্ট্রি + মৎস্য) সর্বমোট ৮৮ হাজার ৪১৪ মিলিয়ন টাকা (৪৮.০০ %) ক্ষতি হয়েছে।** আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে বন্যায় আর্থিক ক্ষতি ৪২ হাজার ৮০৭ মিলিয়ন টাকা (২৩.২৩ %), নদী/উপকূলীয় ভাঙ্গনে ৩৬ হাজার ৪০৯ মিলিয়ন টাকা (১৯.৭৬ %) ও ঘূর্ণিঝড়ে ২৮ হাজার ৩৮৫ মিলিয়ন টাকার (১৫.৪১ %) ক্ষতি হয়েছে । যদি গত ছয় বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে হাউজহোল্ড লেবেলে বর্ণিত ক্ষয়-ক্ষতি না হতো তাহলে গড়ে প্রতি বছর জিডিপির আকার (volume) প্রায় ০.৩০% বৃদ্ধি পেত ।

১২. জমির ক্ষয়-ক্ষতি: প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত ২০০৯-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত ০৬ (ছয়) বছরে খানাভিত্তিক ১৫৫,১৭৫ একর জমির মধ্যে শস্যক্ষেত্রের জমি ৮০.২২ %, বসতভিটার জমি ১১.৯৭ %, পুকুর ও জলাভূমির জমি ৩.৯৭ %, বাগানের জমি ৩.০৬ %, অন্যান্য জমি ০.৭৮ % ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে দেখা যায়, নদী/উপকূলীয় ভাঙ্গনে সর্বোচ্চ ৬৮.২৬ % জমি ক্ষতিগ্রস্ত, বন্যায় ১৩.৯৯ %, লবণাক্ততায় ১০.৪৪ %, অবশিষ্ট ৭.৩২ জমি অন্যান্য পাঁচটি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

১৩. দুর্যোগের পূর্বাভাস (আগাম সতর্ক বার্তা), প্রস্তুতি ও ধরণ: প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত ২০০৯-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত ০৬ (ছয়) বছরে খানাভিত্তিক পূর্বাভাস (আগাম সতর্ক বার্তা) গ্রহণ করে যথাক্রমে ঘূর্ণিঝড়ে ৬৬.৭৩ %, জলোচ্ছাসে ৬১.০৩%, বন্যায় ১৭.৮৪%। অন্যদিকে যে সমস্ত খানা পূর্বাভাস (আগাম সতর্ক বার্তা) গ্রহণ করে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েছে যথাক্রেম ঘূর্ণিঝড়ে ৮৮.৪৮ %, জলোচ্ছাসে ৭৫.৮৫ %, বন্যায় ১৮.৮৬ %। দুর্যোগে পূর্বাভাস (আগামসতর্ক বার্তা) ৩৮ % খানা টেলিভিশন, ২৫ % খানা বেতার, ২০ % খানা মোবাইলফোন, আইভিআর প্রভৃতি থেকে, ১৪ % খানা কমিউনিটি (সেচ্ছাসেবী) থেকে, ৩ % খানা স্থানীয় প্রশাসন থেকে পেয়েছে।

১৪. দুর্যোগে আক্রান্ত খানার আর্থিক সহায়তা: প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত ২০০৯-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত ০৬ (ছয়) বছরে দুর্যোগে আক্রান্ত ৭৪ % খানা সরকার, ১৫ % খানা এনজিও/আন্তজার্তিক সংস্থা, ৪ % খানা স্থানীয় ধনী ব্যক্তি, ৩ % খানা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ২% খানা অন্যান্য উৎস (আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি) থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে।

১৫. দুর্যোগে অসুস্থতা ও আহত: প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত ২০০৯-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত ০৬ (ছয়) বছরে ১৮ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৩৪ জন খানার সদস্য অসুস্থ ও আহত হয়েছিল। এর মধ্যে ৫২.৪০ % পুরুষ ও ৪৭.৬০ % মহিলা অসুস্থ এবং ৫৮.১২ % পুরুষ ও ৪১.৮৮ % মহিলা আহত হয়েছিল।

১৬. দুর্যোগে বয়স ভিত্তিক রোগে আক্রান্ত: প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত ২০০৯-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত ০৬ (ছয়) বছরে ০০-১৭ বছর বয়সী ৪৮ % শিশু, ১৮-৬০ বছর বয়সী ৪৬ %, ৬১ বছর ও উর্ধ্বের ৬ % খানার সদস্য বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

১৭. পানযোগ্য পানির অপর্যাপ্ততার কারণে রোগ: প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত ২০০৯-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত ০৬ (ছয়) বছরে পানযোগ্য পানির অপর্যাপ্ততার অভাবে যথাক্রমে ৩৬.৬৬ % ডায়রিয়ায়, ২১.০৬ % আমাশয়, ১৫.১৭ % সর্দি-কাশি, ৯.৯৭ % চর্মরোগ, ৯.২৭% জ্বর, ২.৭৩ % জন্ডিস এবং ৫.১৪ % অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

১৮. খানার চিকিৎসা সুবিধা: প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত ২০০৯-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত ০৬ (ছয়) বছরে রোগাক্রান্ত খানার ৪৪ % ঔষুধের দোকান, ১১ % সরকারী হাসপাতাল, ৯ % কবিরাজ/বৈদ্য, ৮ % এমবিবিএস ডাক্তার, ৪ % ঘরোয়া চিকিৎসা, ১০ % সদস্যগণ অন্যান্য জায়গা থেকে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে। অন্যদিকে ১৪ % খানার সদস্যগণ কোন চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেনা।

১৯. দুর্যোগে শিশুর (০০-১৭ বছর) চিকিৎসা খরচ: প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত ২০০৯-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত ০৬ (ছয়) বছরে শিশুর রোগের চিকিৎসা বাবদ গড়ে ১৫ হাজার ৯০ টাকা খরচ হয়েছে। এর মধ্যে রংপুর বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ শিশুর রোগের চিকিৎসা বাবদ গড়ে যথাক্রমে ১৬ হাজার ৫২০ টাকা এবং ১৬ হাজার ৩৫০ টাকা খরচ করে।

২০. দুর্যোগে শিশুর (০০-১৭ বছর) স্কুলে অনুপস্থিতি: দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত ২০০৯-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত ০৬ (ছয়) বছরে শিশুর স্কুলে অনুপস্থিতির প্রধান কারণ ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি (৭৩%), অসুস্থতা (১০%) ও বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত/ধ্বংসপ্রাপ্ত (৮.৪১ %)।

২১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সংক্রান্ত জ্ঞান ও ধারণা: দুর্যোগ প্রবণ এলাকা খানার সদস্যগণের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বলতে ৩৪.৪২ % সদস্য খড়া, ৩২.৪২ % সদস্য সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ১৭.৭৩ % সদস্য বন্যা/জলমগ্নতা, ১০.৭৪ % সদস্য টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণা রয়েছে।

২২. দুর্যোগ সংক্রান্ত জ্ঞান ও ধারণা: দুর্যোগ প্রবণ এলাকা ৪৩.৫৩ % খানার সদস্যগণ দুর্যোগ বলতে মারাত্মক পরিস্থিতি যা প্রকৃতি বা মানব সৃষ্ট আপদের ফলে সৃষ্ট হয়, ৩৪.৯০ % খানার সদস্যগণ দুর্যোগ বলতে চলমান স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যা সময়ে সময়ে ঘটে থাকে, ১৮.১০ % দুর্যোগ এম একটি ঘটনা যা কোন কারণ ছাড়াই ঘটে থাকে এবং ৩.৪৬ % খানার সদস্যদের দুর্যোগ বিষয়ে কোন জ্ঞান বা ধারণা নেই।

<u>২৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান ও ধারণা:</u> দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে ৫৮.৪১ খানার সদস্যগণের ধারণা দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাকে বোঝেন, ৩৮.৩৬ % খানার সদস্যগণের ধারণা দুর্যোগকালীন সময়ে শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা বা পাশে দাঁড়ানোকে বুঝায়, এবং ৩.২৩ % খানার সদস্যদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই।

<u>২৪. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রথমবারের মতো</u> "জনজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কর্মসূচি" এর আওতায় "Bangladesh Disaster-related Statistics 2015: Climate Change and Natural Disaster Perspectives" শীর্ষক রিপোর্ট প্রণয়ন করেছে। বিবিএস এ যা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব দুর্যোগ সংগঠিত হয়ে মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান ছিলনা। এই রিপোর্টের মাধ্যমে *RjevqycwieZ‡bi cfv‡e cvKwZK `y©‡hvM ÿwZM¯— wewfbœ LvZ-DcLv‡Zi Lvbvwfwˇ `y©‡hvM msµvš— cwimsL¨v‡bi Pvwn`v wKQzUv n‡jI c~iY Kiv m¤¢e n‡e|* সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচক বাস্তবায়ন (২০১৬-২০), টেকসই উন্নয়নের (SDGs) লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০৩০) নির্ধারণ, BCCSAP 2009 এর ডাটা গ্যাপস পূরণ, The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-30 এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল মোকাবেলায় কৌশল নির্ধারণসহ প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক মনিটরিং এ এই জরিপের ফলাফল ভিত্তি উপাত্ত হিসেবে সহায়ক হবে।

২৫. Bangladesh Disaster-related Statistics 2015: *Climate Change and Natural Disaster Perspectives"* শীর্ষক রিপোর্টের *Z_¨-DcvË* Sendai framework for Disaster Risk Reduction 2015-30 *Ges* Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030 *ev¯—evqb cwiexÿ‡Y A‡bK¸‡jv mPK‡Ki wfwË DcvË wnmv‡e KvR Kiv‡i cvkvcwk* ক) জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কৌশল নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে খ) এই জরিপের তথ্য-উপাত্ত জন-সাধারণের মাঝে অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে গ) সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণে এই জরিপের ফলাফল সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ঘ) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তজার্তিক পর্যায়ে কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ ও গ্রহণে এই জরিপের ফলাফল অন্যতম নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হবে ঙ) সরকারের স্বল্প-মেয়াদি, মধ্য-মেয়াদি এবং দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নে এই জরিপের ফলাফল ভূমিকা রাখবে; চ) স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তজার্তিক পরিমন্ডলে জলবায়ুর প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত তুলনামুলক বিশ্লেষণে উপাদান হিসেবে কাজ করবে ছ) ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক, নীতি-নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদদের কাছে এই জরিপের ফলাফল সঠিক নীতি ও কৌশল প্রণয়নে সহায়ক হবে জ) সাধারণ জনসাধারণের মাঝে এই জরিপের ফলাফল সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত জরিপের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী ও ফলাফল আপনার বহু প্রচলিত জাতীয় দৈনিক/বহুল প্রচারিত ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে

স্বাক্ষরিত/-
মো: রফিকুল ইসলাম
কর্মসূচি পরিচালক
টেলিফোন: ৯১২১১০৮
ইমেইল: rafiqbbs25@gmail.com

প্রাপক,
সম্পাদক/বার্তা সম্পাদক/হেড অব নিউজ/প্রতিনিধি

১। জাতীয় দৈনিক (সকল)…………………………………………………………………

২। বিটিভি/বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল (সকল)…………………………………………

৩। বাংলাদেশ বেতার/সেরকারী বেতার/কমিউনিটি রেডিও (সকল)………………………